স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকে তৃষাকে স্যালুট বিজয়ের! নির্লজ্জ, তোপ ডিএমকে-র

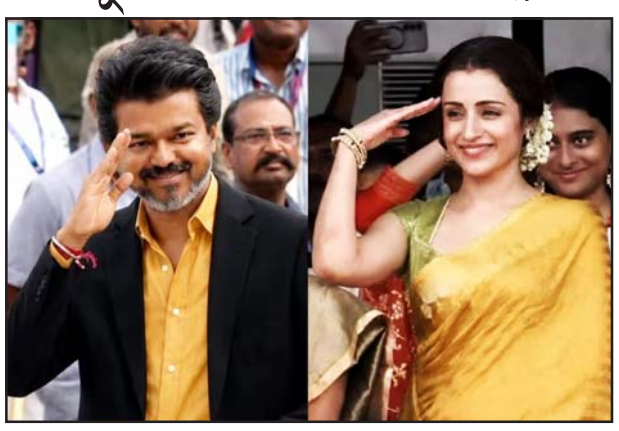

চেন্নাই,১৮ আগস্ট।। কয়েকদিন আগেই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের বান্ধবী তথা অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের পুত্র তথা বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে। সেজন্য এমনকী হাজতবাসও করতে হয়েছিল তাঁকে। তবে এহেন পরিস্থিতিতে ফের তৃষা ও বিজয়কে জড়িয়ে সমালোচনা করতে দেখা গেল ডিএমকে-কে। দলীয় মুখপত্র মুরাসলি-তে দাবি করা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকে বিজয় যেভাবে দর্শকাসনের সামনের সারিতে বসে থাকা তৃষাকে স্যালুট করেছেন তা তাঁর ভোটাররাও মেনে নিতে পারেননি। এই কটাক্ষ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ঠিক কী লেখা হয়েছে সেখানে? ডিএমকে-র দাবি-স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের মর্যাদাই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। কোনো রকম লজ্জা বা দ্বিধা ছাড়াই তিনি এক অভিনেত্রীকে সামনের সারিতে বসালেন এবং তাঁর সঙ্গে বারবার কুর্নিশ বিনিময় করলেনএমন এক দৃশ্য যা এমনকি তাঁর ভোটাররাও মেনে নিতে পারেননি। উল্লেখ্য, চেন্নাইয়ের ফোর্ট সেন্ট জর্জ-এ আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন থলপতি বিজয়। সেখানেই প্রেমিক মুখ্যমন্ত্রীর মা-বাবার সঙ্গে তৃষাকে প্রথম সারিতে বসে অনুষ্ঠানের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে দেখা যায়। ভাইরাল কিছু ছবি-ভিডিওতে দেখা গেল, তাঁদের সঙ্গে বেশ সাবলীলভাবেই বার্তালাপে ব্যস্ত এইমুহূর্তে তামিলভূমের চর্চিত অভিনেত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গেও হাসিমুখে কুশল-মঙ্গল বিনিময় করতে দেখা যায় তৃষাকে। পরনে হলুদ শাড়ি। খোঁপায় গোঁজায় ফুলের মালা। মা উমা কৃষ্ণণকে নিয়ে বিজয়ের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্নিগ্ধ সুন্দরী তৃষা। আর সেই সময়ই প্যারেডের সময় বিজয়কে স্যালুট জানাতেও দেখা যায় অভিনেত্রীকে। স্যালুট ফিরিয়ে দেন বিজয়ও। আর এহেন মিষ্টি মুহূর্ত ছড়িয়ে পড়তেই নেটমহলে ফের চর্চার শিরোনামে বিজয়-তৃষার প্রেমচর্চা। এবার সেটা নিয়েই তোপ দাগল ডিএমকে।

‘মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধেও মামলা করুন’, বন্দে মাতরম বিতর্কে বিজেপিকে তোপ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট।। কংগ্রেস সদর দপ্তরে ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। যা ঘিরে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। জাতীয় গানের অবমাননার প্রসঙ্গ টেনে তোপ দাগছে বিজেপি। মঙ্গলবার সোনিয়া-রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে ওই অভিযোগের ভিত্তিহীন বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন তিনি বলেন, জাতীয় গানের আদি সংস্করণ গাওয়া যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে মহাত্মা গান্ধী, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা উচিত। খাড়গে বলেন, “ওরা কী অভিযোগই বা দায়ের করবে? আমরা সেই ‘বন্দে মাতরম’-ই গেয়েছি যা মহাত্মা গান্ধী গেয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু যা গেয়েছিলেন। এমনকী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারও যা গেয়েছিল। আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১২ বছর ধরে তিনিও (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি) সেই একই ‘বন্দে মাতরম’ গেয়েছেন, যা তিনি এত বছর ধরে গেয়ে আসছেন।” খাড়গে আরও বলেন, “যদি এটি অপরাধ হয়, তবে তারা ১৮ বছর ধরে এই অপরাধই করে আসছেন। যদি এটি একই ধরনের অপরাধ হয়, তবে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করুন। যদি এটি একই ধরনের অপরাধ হয়, তবে নেহরুর বিরুদ্ধেও মামলা করুন।” কটাক্ষের সুরে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, বর্তমান সমালোচকদের অনেকের জন্মের আগেই কংগ্রেস জাতীয় গান বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল। উল্লেখ্য, সোমবার গোয়ায় কংগ্রেসের সম্মেলনেও জাতীয় গানের প্রথম দু'টি স্তবক গাওয়া হয়। এরপর বিতর্ক নতুন করে দানা বাঁধে।কংগ্রেস সদর দপ্তরে ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে বাধাদানের অভিযোগে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সোমবার দিল্লি পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই বিষয়ে এফআইআর নথিভুক্ত করারও দাবি জানানো হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল স্বাধীনতা দিবসের দিন? শনিবার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন সোনিয়া, রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ হাত শিবিরের শীর্ষ নেতারা। ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশন করছেন কয়েকজন তরুণী। সেই সময় সোনিয়া এমন কিছু অঙ্গভঙ্গি করেন, যা দেখে মনে হচ্ছে তিনি কর্মীদের ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন। এরপর রাহুলকেও একই ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়। সেই দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জাতীয় গানের প্রতি অসম্মানের অভিযোগে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির।

যন্তর মন্তরে বলপ্রয়োগের অভিযোগ খারিজ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট।। গত ২০ জুলাই নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে উত্তাল হয় যন্তর মন্তর। আন্দোলনের নামে সেখানে কার্যত বিশৃঙ্খলা ছড়ায় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। তাদের থামাতে স্বাভাবিকভাবেই পদক্ষেপ করে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, আন্দোলকারীদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল দিল্লি পুলিশ। তারা সাফ জানাল, যন্তর মন্তরে ৩০ হাজারেরও বেশি ভিড় সামলেছে মাত্র ৫ হাজার পুলিশকর্মী। অন্দোলনকারীদের উপর অতিরিক্ত বলরপ্রয়োগ করা হয়নি। দিল্লি পুলিশ তাদের হলফনামায় জানিয়েছে, সিজেপির বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকর্মীরা সংযম প্রদর্শন করেছিল। কেবল প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হচ্ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে আন্দোলনের নামে যন্তর মন্তরে শুরু হয় হিংসা ছড়ানো। ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা সংসদের দিকে এগোতে শুরু করে। তখনই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ৩০ হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারী প্রায় ৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছিল মাত্র ৫ হাজার পুলিশকর্মী। দিল্লি পুলিশ আরও জানিয়েছে, নিরাপত্তাকর্মীরা যে পরিমাণ বলপ্রয়োগ করেছিলেন, তা ছিল ‘পর্যায়ক্রমিক’ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম হন ২৪০ জনেরও বেশি পুলিশকর্মী। হলফনামায় আরও দাবি করা হয়েছে, বিক্ষোভের মধ্যে বহু সমাজবিরোধী ঢুকে পড়েছিল, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। বিক্ষোভ দমাতে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ‘প্যালেট গান’ ব্যবহারেরও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এদিন তা খারিজ করে দিয়েছে তারা।

‘ওঁর শরীরে ইটালিয়ান রক্ত’ সোনিয়াকে তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট।। কংগ্রেস সদর দপ্তরে ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে। যা ঘিরে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেত্রীকে বেনজির তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী। বললেন, “ওঁর শরীরে বইছে ইটালিয়ান রক্ত।” তাঁর এই মন্তব্যের পালটা দিয়েছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার কুমারস্বামী বলেন, “বন্দে মাতরমকে প্রত্যেকের সম্মান করা উচিত। সোনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে আর কী-ই বা আশা করা যায়? তিনি কি আমাদের দেশের মানুষ? বিয়ের পরেই তো তিনি আমাদের দেশে এসেছিলেন। তাঁর শরীরে তো ইটালিয়ান রক্ত বইছে।” তিনি আরও বলেন, “কংগ্রেসের সম্ভবত বন্দে মাতরম পছন্দ নয়। কিন্তু হাত শিবিরের নেতাদের সংকীর্ণ মানসিকতা প্রদর্শনের কোনও প্রয়োজন নেই।” কুমারস্বামীর কথায়, “সোনিয়া কী ত্যাগ করেছেন? তাঁর স্বামী অনেক ত্যাগ করেছেন। সোনিয়া ভারতীয় নন। সে কারণেই তিনি ভারতীয় আবেগের বিরোধিতা করছেন।” কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছে কংগ্রেস। হাত শিবিরের নেতা তথা কর্নাটকের রিজওয়ান আরশাদ বলেন, “কুমারস্বামী একজন হতাশ ব্যক্তি। তিনি যদি সোনিয়া সম্পর্কে এমন কথা বলেন, তবে তাঁর জানা উচিত যে অনেক ভারতীয়র চেয়েও কংগ্রেস নেত্রী বেশি ভারতীয়। তাঁর স্বামী রাজীব গান্ধী এই দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সোনিয়া ঐক্যবদ্ধ ও ন্যায়পরায়ণ ভারতের জন্য লড়াই করেছেন।” প্রসঙ্গত, শনিবার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন সোনিয়া, রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ হাত শিবিরের শীর্ষ নেতারা। ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশন করছেন কয়েকজন তরুণী। সেই সময় সোনিয়া এমন কিছু অঙ্গভঙ্গি করেন, যা দেখে মনে হচ্ছে তিনি কর্মীদের ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন। এরপর রাহুলকেও একই ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়। সেই দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জাতীয় গানের প্রতি অসম্মানের অভিযোগে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির।

ঢাকায় চালু হচ্ছে মহিলা বাস সার্ভিস, চালক ও কন্ডাক্টর নারী

ঢাকা, ১৮ আগস্ট।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আগামী মঙ্গলবার থেকে চালু হচ্ছে মহিলা বাস সার্ভিস। এই বাসগুলির চালক ও কন্ডাক্টার উভয়েই নারী। ইতিমধ্যে ওই দুই পদে নির্বাচিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হয়েছে। দেশটির বর্তমান শাসক দল বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধির নানা উপায় অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাতে মহিলা পরিচালিত বাস সার্ভিস চালুর কথাও ছিল। বিএনপি”র মিডিয়া সেলের তরফে শায়রুল কবির খান বলেন, পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহিলারা সব ধরনের কাজ করতে পারেন মহিলা বাস সার্ভিস চালুর পর সমাজে সেই ধারণা আরও জোরদার হবে। আশা করা যায় আগামী দিনে পুরুষ নির্ভর অন্য পেশাতেও নারীদের বেশি সংখ্যায় দেখা যাবে। তিনি বলেন বিএনপি”র প্রয়াত চেয়ারম্যান তথা তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার সেই ভাবনা ধারণ করে পদক্ষেপ করছে। রবিবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন নিগম বা বিআরটিসি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে মহিলা পরিচালিত বাস পথে নামবে। সেগুলি সবই গোলাপি রঙের। অধিকাংশই দোতলা বাস। ঢাকা সহ বাংলাদেশের বহু শহরে দোতলা বাস চালু আছে। বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। থাকবেন রেল, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ। দ্বিতীয় দফায় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে মহিলা বাস সার্ভিস চালু হবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

জয়ের হ্যাটট্রিকের নায়ক, উত্তরপ্রদেশ জিততে বিজেপির ভরসা ‘নীরব চাণক্য’

লক্ষ্মৌ, ১৮ আগস্ট।। কঠিন সময়ে জয়ের হ্যাটট্রিক। বিহারের মতো জটিল রাজনৈতিক সমীকরণের রাজ্যে প্রথমবারের জন্য বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বসানোর নেপথ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল যাঁর মস্তিষ্ক, তাঁর নাম বিনোদ তাওড়ে। ২০২৭ সালের ‘ডু অর ডাই’ উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে সেই বিনোদ তাওড়েই ভরসা বিজেপির। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির পর্যবেক্ষক করা হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়েকে। সহকারী পর্যবেক্ষক করা হয়েছে নব নিযুক্ত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জগদীশ ঈশ্বরভাই প্যাটেলকে। নীতীন নবীন সদ্য নিজের নতুন টিম ঘোষণা করেছেন। সেই টিমে ১৬ জন সাধারণ সম্পাদকের ১৫ জনকেই বদলে দেওয়া হয়েছে। নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন শুধু বিনোদ তাওড়ে। রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে উত্তরপ্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আসলে বিজেপির পদাধিকারী হিসাবে তাওড়ের নামের পাশে শুধুই সাফল্য লেখা রয়েছে। ব্যর্থতার নজির কার্যত নেই। রীতিমতো কঠিন পিচে ব্যাট করেও সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন মারাঠা রণকৌশলী। সালটা ২০১৯। দলের মূলস্রোত থেকে আচমকা সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ২০১৪ থেকে মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলানো বিনোদ তাওড়ে-কে বিধায়ক পদের টিকিটও দেননি মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজ্য নেতারা। সম্ভবত তাওড়ের উত্থানকে কেউ কেউ নিজেদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। সেসময় ক্ষুরধার মস্তিষ্কের মারাঠা নেতা নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু হতাশ হননি। কিছুদিন পরই দ্বিতীয় সুযোগ। বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি জেপি নাড্ডা পছন্দ করতেন তাওড়েকে। তিনি দিল্লিতে কাজ করার সুযোগ দেন। প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয় ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের। সফল হন তাওড়ে। এনডিএর জোট শরিকরা তো বটেই, বাইরের একাধিক দলও ভোট দেয় এনডিএ-কে। একই ভাবে ২০২৫ সালের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও তিনি দায়িত্ব পান। আবারও সফল। অবশ্য তার আগেই ২০২২ সাল থেকে তিনি বিহারের দায়িত্বে। মগধ রাজ্যে ২০২৫ সালে বিজেপি যে অনবদ্য সাফল্য পায় সেটার নেপথ্যে এই তাওড়ের মস্তিষ্কই। প্রথমত বিহারে এর আগে কোনওদিন নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী বসাতে পারেনি। তাছাড়া বিহারে জাতপাতের সমীকরণ বজায় রেখে সব নেতার মধ্যে সমন্বয় সাধন বেশ কঠিন কাজ ছিল। তার চেয়েও কঠিন কাজ ছিল জোটশরিকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। জেডিইউ, চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি, আরএলএসপির, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার মতো দলের সবাইকে খুশি রেখেও বিজেপির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা, তৃণমূল স্তরে কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে কৌশল বানানো, সবটাই আড়ালে থেকে নীরবে করে গিয়েছেন তাওড়ে। সেকারণেই অনেকে তাঁকে দলের নীরব চাণক্য বলেন। সেই নীরব স্ট্র্যাটেজিস্টকে এবার উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব দিলেন নীতীন নবীন। ২০২৭ উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন যে বিজেপির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সদ্য যে পড়ুয়া বিক্ষোভ হয়েছে, তার আগে রাম মন্দিরে চুরি হয়েছে, উচ্চবর্ণের ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, এগুলি কিছুটা হলেও চাপ বাড়িয়েছে গেরুয়া শিবিরের উপর। কিন্তু বিজেপি জানে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে যদি কেউ দলকে সাফল্য এনে দিতে পারেন, তিনি বিনোদ তাওড়ে। বিহারের লড়াইও কঠিন ছিল, তিনি পেরেছেন। আর উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের লড়াইটা অনেকটা একই রকমের। সেখানেও জাতপাতের জটিল সমীকরণ রয়েছে, রয়েছে ছোট ছোট দলের সঙ্গে জোট। যে কাজটা বিহারে তিনি করেছেন, সেটা আরও নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে হবে যোগীরাজ্যে। ইতিমধ্যেই তাওড়ে কাজ শুরু করেছেন। গত কয়েক মাস উত্তরপ্রদেশেই পড়ে রয়েছেন। দলের রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করছেন। দলের বিভিন্ন পদাধিকারী নিয়োগও তিনিই শেষ কথা বলছেন।

“টুকরে টুকরে গ্যাং”-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আবেদন শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৮ আগস্ট।। দেশ মাতৃকা ও জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় মা-বোনেদের বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে “টুকরে টুকরে গ্যাং”-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার “অন্নপূর্ণা যোজনা” ও একাধিক নারীকল্যাণমুখী প্রকল্পের বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরে তিনি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বলেন, যে অপশক্তি বা ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ দেশের অভ্যন্তরে থেকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে আঘাত হানতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা, রানি রাসমণি, রানি শিরোমণি, বীণা দাস কিংবা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো নারীদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর কলকাতার ৬০টি ওয়ার্ডে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা ও মা-বোনেদের নিয়ে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা বাহিনী’ বা একটি সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Skill India
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP GOVERNMENT OF INDIA

ভারত সরকার
ভারত সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক

প্রস্তাব আহ্বান বিজ্ঞপ্তি (আরএফপি)
টেন্ডার রেফারেন্স নং: NSTICHN/TN/PMSETU-II/2026
টেন্ডার আইডি: ২০২৬_ডিজিটি_৯২১২৮০_১

পিএম-সেতু প্রকল্পের অধীনে চেন্নাই-এ অবস্থিত জাতীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এনএসটিআই)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র (এনসিওই) স্থাপনের জন্য প্রধান শিল্প অংশীদার (এলআইপি) নির্বাচনের প্রস্তাবনা আহ্বান।

তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা অধিদপ্তর (আরডিএসডিই), প্রধানমন্ত্রী দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান রূপান্তর কর্মসূচির (পিএম-সেতু) দ্বিতীয় উপাদানের অধীনে চেন্নাই-এ অবস্থিত জাতীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র (NCOE) স্থাপনের জন্য প্রধান শিল্প অংশীদার (LIP) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যোগ্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে https://eprocure.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করছে। আবেদনের জন্য অনুরোধপত্র (RFP) নথিটি https://pm-setu.skillindiadigital.gov.in ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ২৫.০৯.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত।

আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা অধিদপ্তর, তামিলনাড়ু
ডিজিটি, এমএসডিই, ভারত সরকার
CBC 63101/11/0011/2627

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আর ও এস এ আর বি গুয়াহাটি
ফ্যান্সি বাজার, ১ম তলা, হোটেল সিদ্ধার্থ বিল্ডিং, শর্মা সুইট্স-এর উপরে, এইচ বি রোড, গুয়াহাটি, আসাম - ৭৮১০০১, ই-মেইল: sarbgu@bankofbaroda.bank.in

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রীর জন্য বিক্রী বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট- IV-A [বিধি ৬ (২) এবং ৮ (৬) দেখুন]

সিকিউরিটাইজেসন এণ্ড রিকনষ্ট্রাকসন অব ফাইনেন্সিয়েল এসেট্স এণ্ড এনফোর্সমেণ্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট এক্ট-২০০২-এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেণ্ট) বিধি-২০০২-এর বিধি ৬(২) এবং ৮(৬) পড়ে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীর জন্য ই-নিলাম বিক্রী বিজ্ঞপ্তি।

এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে ঋণীগ্রহীতা(সকল), বন্ধকদাতা(সকল) এবং জামিনদার(সকল)-দের জনানো হলো যে নিম্নে বর্ণনা করা স্থাবর সম্পত্তির সিকিউর্ড ক্রেডিটরের নিকট বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত, **বেংক অফ বরোদার** অনুমোদিত অফিসার, সিকিউর্ড ক্রেডিটরে নিজের দখলে এনেছে। এই সম্পত্তি **‘যেখানে আছে’, ‘যেই হিসাবে আছে’, ‘যেই ধরণে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রী করা হবে নীচে উল্লেখিত একাউন্ট/সমূহের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। ঋণগ্রহীতা/দের/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/দের /সুরক্ষিত সম্পদ /গুলো /বকেয়া / সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং বিড বৃদ্ধির পরিমানের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ-

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/দের / জামিনদার/ বন্ধকদাতাদের নাম এবং ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, যদি থাকে	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ, ই-নিলামের সময়, শুরুর সময় থেকে শেষের সময়	১) সংরক্ষিত মূল্য ২) বায়নার টাকা জমা (ইএমডি) ৩) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের অবস্থা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স কাকালি ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটর,** স্বত্বাধিকারী: রাজপ্রদীপ দেব, পিতা- নান্টু চন্দ্র দেব, মন্ত্রী বাড়ি রোড, স্মার্ট বাজারের বিপরীতে, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০১ **স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাজপ্রদীপ দেব,** পিতা- নান্টু চন্দ্র দেব, ১৫২এ, ইস্ট কলেজ টিলা, ৩নং লেক, ওয়ার্ড নং ২৪, ঈশ্বর পাঠশালা স্কুল, আগরতলা কলেজ, পশ্চিম ত্রিপুরা- ৭৯৯০০৪	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, সাব ডিভিশন-সদর, রাজস্ব চক্র-পূর্ব আগরতলা, খতিয়ান নং ৬৮৩, তহসিল-পূর্ব আগরতলা, মৌজা-দাগ (সিএস) (পুরাতন প্লট) নং পিবি-৩৬৪-২০৫৮৭/৫৬১৪২ এবং হাল দাগ (আরএস) (বর্তমান প্লট) নং ৭৫৮/১৪৭৭-এর সাথে সম্পর্কিত আবাসিক জমি যা **০.০২১৩ একর** পরিমাপের ভূমি যা লিংক খতিয়ান নং ৩১০ এর রেফারেন্সে বাস্তু (নাল) শ্রেণীর জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং সাবেক দাগ (সিএস) (পুরাতন প্লট) নং পিবি-৩৬০-৩৬৩-৩৬৪-২০৫৮৭ এবং হাল দাগ (আরএস) (বর্তমান প্লট) নং ৭৫৯/১৪৭৮ এবং লিংক খতিয়ান নং ৩০৮ এর রেফারেন্সে বাস্তু (নাল) শ্রেণীর জমি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এই জমির মধ্যে **০.০০৯২ একর** পরিমাপের জমি রয়েছে। ০২ (দুই)টি জমির প্লট, মোট **০.০৩০৫ একর** অর্থাৎ **১৩১৭.৬ বর্গফুট**। ২ টা বিক্রয় দলিল নং ২০২৩/এসডিআর/I/৩৩২৫ এবং ২০২৩/এসডিআর/I/৩২৭২ অনুসারে নিবন্ধিত, যা **রাজপ্রদীপ দেবর** নামে ২২.০২.২০২৩ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ২৩.০২.২০২৩ তারিখে সিল করা হয়েছিল। **সম্পত্তিটির সীমানা:- উত্তরে:** ৮’ফুট পথ, **দক্ষিণে:** শ্রী পিন্টু মজুমদার, **পূর্বে:** সুমন দেব, **পশ্চিমে:** কলেজ লেক।	**২৪,৮৫,৩৭৩.৭১ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশ তিয়াত্তর টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) + অপ্রয়োগিত সুদ এবং ১৪.১১.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর অন্যান্য চার্জেছ	১৪/০৯/২০২৬, দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত	১) ২০,০০,০০০.০০ টাকা ২) ২,০০,০০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা	গঠনমূলক	১০/০৯/২০২৬ এবং ১১/০৯/২০২৬ সকাল ১০-৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৪-৩০ টা পর্যন্ত

ব্যাংকনেট সম্পত্তি আইডি: BARB0VJMTRI002
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবীলর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction** এবং অনলাইন নিলাম পর্টেল **https://baanknet.com**-এ দেওয়া লিংকটি দেখুন। এছাড়াও, সম্ভাব্য দরদাতারা অনুমোদিত অফিসারের টেলিফোন নং / মোবাইল নং: ৯৮৪০৫৭৮৭০৭-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
তারিখ ঃ ১৯-০৮-২০২৬, স্থান ঃ গুয়াহাটি, আসাম **অনুমোদিত অফিসার, বেংক অফ বরোদা**